

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

95766 - যবে ব্যক্তিরিজা ভঙ্গে ফলোর নয়িত করে আবার সবে নয়িত থকে ফরিতে এসছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জনকৈ মুসাফরি ব্যক্তি রমযানরে রোযা ভঙ্গে ফলোর নয়িত করেছিলে। কনিতু রোযা ভঙ্গার জন্য কোন খাবার-দাবার না পয়ে সবে নয়িত থকে ফরিতে আসনে এবং মাগরবি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার নয়িত করনে। এখন তার এ রোযার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন রোযাদার যদি রোযা ভঙ্গার নয়িত করে তাহলে তার রোযা বাতলি হয়ে যায়। রোযা ভঙ্গার নয়িত যদি হয় দ্বিধাহীন ও সুদৃঢ়; এমনকি পরবর্তীতে কোন খাবার-দাবার না পয়ে নয়িত পরবর্তন করনে তবুও তার রোযা ভঙ্গে যাবে এবং তাকে এ দিনে পরবর্তন অন্য একটা দিনে রোযাটিকাযা করতে হবে। এটা মালকে ও হাম্বলি মাযহাবে অভিমত।

তবে হানাফি ও শাফয়ে মাযহাবে অভিমত এর বিপরীত। [দখেুন: বাদায়উেস সানায়ে ২/৯২, হাশিয়াতুদ দুসুকি ১/৫২৮, আল-মাজমু ৬/৩১৩, কাশশাফুল ক্বনি ২/৩১৬]

নমিনরে আলোচনাতে তুলে ধরা হবে যে, রোযা বাতলি হওয়ার অভিমতটি অগ্রগণ্য; এ মতরে ভিত্তিতে বলতে হয় যদি তিনি রোযা ভঙ্গে ফলোর নয়িত করনে, এতে কোন দ্বিধা ও সংশয় না থাকে; কনিতু পরবর্তীতে রোযা ভঙ্গার জন্য কিছু না পয়ে নয়িত পরবর্তন করনে তদুপরি তার রোযা ভঙ্গে যাবে এবং এ রোযাটির কাযা পালন করা তার উপর অবধারতি হবে।

পক্ষান্তরে, সবে ব্যক্তিরিজা ভঙ্গবনে; নাকি ভঙ্গবনে না এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকনে অথবা রোযা ভঙ্গার বিষয়টিকে কোন কিছু সাথে সম্পৃক্ত করনে; যমেন- আমা যদি খাবার বা পানীয় পাই রোযা ভঙ্গব; অতঃপর রোযা ভঙ্গার মত কোন কিছু না পান তাহলে তার রোযা সহি হবে।

একবার শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিলি: জনকৈ মুসাফরি ব্যক্তি রমযানরে রোযা ভঙ্গে ফলোর নয়িত করেছে। কনিতু রোযা ভঙ্গার জন্য কোন কিছু না পয়ে নয়িত পরবর্তন করে এবং মাগরবি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করেছে। এ ব্যক্তির এ রোযার হুকুম কি?

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উত্তরে শাইখ বলেন: তার রোযা সহি নয়। তার উপর কাযা আদায় করা ফরজ। কারণ সে ব্যক্তি যখন রোযা ভাঙার নয়িত করছেন তখনই তার রোযা ভাঙে গেছে। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি যদি বলত- পানি পিলে রোজা ভাঙব; নচেৎ আমি রোযা পূরণ করব; এরপর পানি পায়। তবে এ ব্যক্তির রোযা সহি হবে। কারণ ইনি নয়িত ত্যাগ করেননি। বরং রোযা ভাঙাটাকে বিশেষে কিছু সাথে সম্পৃক্ত করছেন; তবে যহেতু সে জনিশিটি পাওয়া যায়নি; সুতরাং তার প্রথম নয়িত ঠিক থাকবে।

প্রশ্নকারী বলেন: আমরা সে ব্যক্তিকে কি জবাব দিতে পারি যিনি বলেন, কোন আলমে বলেননি যে, নয়িত রোযাভাঙকারী বিষয়? তখন উত্তরে শাইখ বলেন: আমরা এ ব্যক্তিকে বলব, আলমেদরে বই-পুস্তক (তথা ফকাহর গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্তসারগুলো) সম্পর্কে তার কোন ধারণা নাই। 'যাদুল মুস্তানক' গ্রন্থে এসেছে- যে ব্যক্তি রোযা ভাঙার নয়িত করছে তার রোযা ভাঙে গেছে।

আমি আপনাদেরকে অপরিচিতি ও অযোগ্য লোকদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করছি। এ ধরণে কোন লোক যদি বলে, এ উক্তি আমার জানা নাই অথবা কোন আলমে এমন অভিমত দেননি; এ কথা থেকেও আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি। এ ধরণে কথায় তারা সত্যবাদী হতে পারে। যহেতু তারা আলমেদরে গ্রন্থগুলো চিনি না; কতিবপুস্তক তারা পড়েনি; সে সম্পর্কে তারা কিছু জানে না।

যদি আমরা ধরে নিই এ ব্যাপারে আলমেগণের কতিব আমরা কিছুই পাইনি; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি: "আমল হয় নয়িত দ্বারা"। অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে থাকেন, আর এ ব্যক্তি রোযা ভাঙার নয়িত করে; তাহলে কতিব রোযা ভাঙবে? হ্যাঁ; ভাঙবে। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ থেকে সংকলিত, ২০/২৯]

আল্লাহই ভাল জানেন।